যুগান্তর

তারিখ 18 APR 2016
পৃষ্ঠা ১৩ কলাম ২

সুশিক্ষাই শান্তির প্রতীক

সাব্বিন হাসান

বিশ্বে এখন হান্নান নামেই সুপরিচিত। পুরো নাম হান্নান আল হারুব। জন্মসূত্রে ফিলিস্তিনি নারী। বয়স ৪৩। আর পেশায় শিক্ষক। এই শিক্ষকতা পেশাই তাকে এনে দিয়েছে আন্তর্জাতিক সম্মান। শুধু তাই নয়, পেয়েছেন ১০ লাখ ডলারের আর্থিক পুরস্কার। সব মিলিয়ে বিশ্ব আসরে হান্নান নামটি এখন বেশ আলোচিত।

২০১৬ সালের বিশ্বসেরা শিক্ষকের পুরস্কার জিতেছেন হান্নান। দুবাইয়ে জাঁকজমকপূর্ণ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে হান্নান আল হারুবকে 'গ্লোবাল টিচার প্রাইজ' প্রদান করা হয়। বর্তমানে তিনি পশ্চিম তীরের আল-বিরেহ শহরের সামিহ খলিল হাইস্কুলের শিক্ষিকা। শৈশবে বেথেলহেমের একটি উদ্বাস্তু শিবিরে বেড়ে ওঠেন হান্নান আল হারুব। শিক্ষকতা পেশায় এসেছেন তা খুব বেশি দিনের কথা নয়। যুদ্ধবিধ্বস্ত ফিলিস্তিন

হান্নান আল হারুব

শিশুদের মানসে ইসরাইলি হানাদার বাহিনীর বর্বরতা আর দখলদারিত্বের যে বিরূপ প্রভাব পড়ে তা থেকে শিশুদের বের করে আনার কথা মাথায় আসে হান্নানের। বুঝতে পারেন যুদ্ধের ভীতির মধ্যে থাকলে বাচ্চারা কোনোদিনই কিছুই শেখার সুযোগ পাবে না।

এ প্রসঙ্গে হান্নান জানান, ইসরাইলি দখলদারিত্বের কারণে ফিলিস্তিনের ছেলেমেয়েদের মধ্যে বেশকিছু আচরণগত সমস্যা তৈরি হচ্ছে। নতুন শিক্ষাপদ্ধতির মাধ্যমে এসব আচরণগত সমস্যার সমাধান করতে পেরেছি। একটি শান্তিপ্রিয় এবং সহযোগিতামূলক তরুণ প্রজন্ম তৈরি করা সম্ভব হচ্ছে।

যুদ্ধের প্রভাব থেকে শিশুমনকে দূরে রাখতে বেশকিছু পদ্ধতি প্রয়োগ করেন তিনি। আর এটিই তাকে বিশ্বসেরা শিক্ষকের মর্যাদা এনে দিয়েছে। পুরস্কার গ্রহণের পর অনুভূতি প্রকাশ করতে গিয়ে হান্নান জানান, একজন ফিলিস্তিন শিক্ষিকা হিসেবে এই মঞ্চে দাঁড়াতে পেরে আমি গর্বিত। সাধারণভাবে সব শিক্ষকের তরফ থেকে এবং বিশেষভাবে ফিলিস্তিনি শিক্ষকদের প্রতিনিধি হিসেবে আমি এ পুরস্কার গ্রহণ করছি। বর্তমানে এ পুরস্কারের আর্থিক মূল্য ১০ লাখ মার্কিন ডলার। বাংলাদেশী টাকার হিসাবে প্রায় ৮ কোটি টাকা। দুবাইভিত্তিক ভার্কে ফাউন্ডেশন এ পুরস্কার দিয়ে থাকে।

শিক্ষিকা হান্নান পুরস্কারপ্রাপ্ত অর্থ তার শিক্ষা পদ্ধতির সুপ্রসার এবং ফিলিস্তিন অঞ্চলের শিক্ষকদের সমর্থনে ব্যয় করার ঘোষণা দেন। হান্নান আল হারুবের হাতে পুরস্কার তুলে দেন দুবাইয়ের শাসক শেখ মোহাম্মাদ বিন রশিদ আল মাখতুম। এ অনুষ্ঠানে সরাসরি ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে বিজয়ীর নাম ঘোষণা করেন পোপ ফ্রান্সিস। এ প্রসঙ্গে পোপ ফ্রান্সিস বলেন, মর্যাদাপূর্ণ এই পুরস্কার জয়ে আমি হান্নান আল হারুবকে অভিনন্দন জানাচ্ছি। শিশুশিক্ষায় অনন্য ভূমিকা পালন করেছেন তিনি। এ ছাড়াও ব্রিটিশ যুবরাজ প্রিন্স উইলিয়াম, মার্কিন ভাইস-প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন, জাতিসংঘ মহাসচিব বান কি মুন, সাবেক প্রেসিডেন্ট বিল ক্লিনটন অনুষ্ঠানে ভিডিও বার্তায় হান্নানকে শুভেচ্ছা জানান। এ অনুষ্ঠানে সরাসরি উপস্থিত ছিলেন হলিউড তারকা সালমা হায়েক, ম্যাথু ম্যাক কঞ্জুগে, বলিউড তারকা অভিষেক বচ্চন, প্রিয়াঙ্কা চোপড়া এবং ভার্কে ফাউন্ডেশনের কর্ণধার সানি ভার্কে। এ প্রতিযোগিতার প্রথম আসরের বিজয়ী ছিলেন যুক্তরাষ্ট্রের ন্যান্সি আতওয়েল। আলোচিত এ প্রতিযোগিতার বিচারক প্যানেলে ছিলেন বিশ্বসেরা শিক্ষাবিদ, উদ্যোক্তা এবং বিশিষ্টজনরা।

হিংসাকে বর্জন করে ভিন্ন শিক্ষা পদ্ধতির প্রবর্তক হিসেবে ফিলিস্তিনি নারী শিক্ষক হান্নান গ্লোবাল টিচার প্রতিযোগিতার দ্বিতীয় বিজয়ী। নিজের কাজের মূল্যায়নে হান্নান বলেন, আমার শিক্ষা পদ্ধতির সবকিছুই খেলার মাধ্যমে। মূলত অহিংসার বিষয়কে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দেয়া হয়েছে এখানে। এ শিক্ষা পদ্ধতির মাধ্যমে মূল্যবোধের সঙ্গে শিক্ষার্থীরা কিছু আচরণগত সমস্যার টেকসই সমাধান খুঁজে পাবে।

প্রসঙ্গত, ফিলিস্তিনি শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সূত্রে জানা যায়, পশ্চিমতীর ও গাজায় ৪৪ হাজার শিক্ষক কাজ করছেন। তাদের একজন হয়ে নিজের কঠিন অভিজ্ঞতা তুলে ধরে হান্নান জানান, ২০০০ সালে আল-আকসা মসজিদকেন্দ্রিক বিদ্রোহের সময় পশ্চিমতীরে তার স্বামীকে গুলি করে হত্যা করে ইসরাইলি বাহিনী। তার স্বামী এতে আহত হন। পরে ইসরাইলি সেনারা তাকে বিদ্রুপ করে এবং মৃত্যু নিশ্চিত করে। এ ঘটনায় তার সন্তানেরা ভীষণ কষ্ট পায়। ফলে তাদের মনে প্রতিশোধের ভাবনা আসে। এ সময় তার উদ্ভাবিত শিক্ষা পদ্ধতির মাধ্যমে তার সন্তানেরা সুস্থ হয়ে ওঠে এবং আত্মবিশ্বাস ফিরে পায়। তাই এ পুরস্কার জয়কে তিনি পুরো ফিলিস্তিনি জাতির জয় বলে মনে করেন।

শান্তির ধর্ম ইসলাম। যুদ্ধ নয়, শান্তি। এসব ইসলামী মূল্যবোধের কথা। ইসরাইলের ধ্বংসযজ্ঞের ওপর দাঁড়িয়ে বিশ্ব শান্তির এক অনন্য বার্তা পৌঁছে দেন ফিলিস্তিনি শিক্ষিকা হান্নান। ■